

আমি অধম বলিয়া--

মো: জামিলুল বাসার

তানবীরা সাহেবা বলেন:

১. তারা মাঝে মাঝেই সমস্ত শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে লেখেন। এখন কোন এ্যাকাডমিক আলোচনা করতে এলে বাবা-মাকে আপমান করার বিকল্প নিতে হবে।
২. জামিলুল বাসার সাহেব প্রায় প্রত্যেকের কাছে এই এক ব্যাপার নিয়ে প্রমান চান। কিন্তু কেন তার এত সন্দেহ অন্যের বাবা মাকে নিয়ে।
৩. শুধু একবার মুখের কথাই ভরসা।
৪. বাবার চশমা চোখে লাগালে মাকে অসতী দেখা যাবে, মা মানেই অসতী এধরনের কুরুচীপূর্ণ অশালীন মন্তব্য বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ মুরব্বী কারো কাছে থেকে আসা খুবই লজ্জাজনক এবং হতাসাজনক।
৫. আকাশ মালিক সাহেব ও তার উল্লেখ সাধুর রচনায় বাসার সাহেবকে তার ভাষা রীতি একটু সংযত করার অনুরোধ করেছিলেন।
৬. সবাইকে যদি নোংরা ভাষায় কথা বলতে হয় তবে কোরান পড়ে লাভ কি হলো? কাফেরদের সাথে কোরান পড়ুয়া বিশ্বাসীদের পার্থক্য কোথায়?
৭. আস্তিকগণ যে কোন ধরনের অন্যায় করতে পিছ পা হন না সেটা যেকোন ধরনেরই হোক----সে ভরসা নাস্তিদের থাকে না বলেই হয়তো বেশীরভাগ নাস্তিকগণ বেশী সহনশীল হন।
৮. আশা করবো এর পর থেকে সবাই যার যার যুক্তি, তর্ক রাগ ঘৃণা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটু ভাষার শালীনতা ব্যবহার করবেন।
৯. তাই বলে কি কুকুরে কামড় মানুষের শোভা পায়!'

তানবীরা সাহেবার একটি প্রশ্ন সম্বলিত বিশাল প্রতিবেদনের উত্তর এক বাক্যেই দেয়া সম্ভব: আর তা হলো: 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর।'

তবুও এর একটা চূড়ান্ত ফলাফলের দরকার হেতু পুনশ্চ পণ্ডশ্রম:

ভূমিকা:

প্রতিবেদনটি পড়ে দেখা গেল আমার লেখার পটভূমি ও উহার ঘোলা পানির কারণ সম্বন্ধে তানবীরা সাহেবার আগে-পিছের কোন উপাত্তের ভিত্তি নেই! অথবা ঘোল পানিতেই তিনি---।

সেইই 'হযরত মোহাম্মদের (সা) ১৫টি অশ্লীল, কুরুচী খেতাব', যার মধ্যে ৬ বৎসরের শিশু কন্যা বলৎকারও আছে! অশ্লীল 'ইসলামে যৌগ কেলী,' 'বেহেশ্ত হুর-গেলমানদের ভোগ ও দেহ-ছুরতের রুচীশীল (!) তফছির, ৪ বৌ, দাশি ভোগ ইত্যাদি বর্ণনা থেকে আজ পর্যন্ত তৎভব, তৎসম-মনাদের লেখাগুলি সাহেবার রুচিশীলতায় আচড় কাটতে পারেনি; যা ছিল আমার প্রতিবেদনের উপাত্ত। উহা

স্মরণ থাকলে মা-বাপ সম্বন্ধে এত হতাস হতেন না এবং জামিলুল বাসার যখন কোরান নিয়ে ঘাটা-ঘাটি করে তখন এই বড়বাপ বয়সে কুরুচীপূর্ণ (?) ভাষা ব্যবহারের ইসু খুঁজে পেতেন! যদিও ‘অশ্লীল’ বা ‘অশালীণ’ বা ‘কুরুচী’ ইত্যাদির একটি রুচীশীল (?) শব্দও বাসারের প্রতিবেদনে নেই। ‘বিজ্ঞান ইন ‘হলি’ বুক’এ বিতর্কের প্রধান বস্তু ছিল বিজ্ঞান এ্যাক্সপেরিমেন্টাল বিশ্বাস বনাম ভাববাদী বিশ্বাসের অস্তিত্বের লড়াই। তদুপরি শেষের ঘোষণাটিসহ অগ্রিম ক্ষমাও চেয়ে রাখা হয়েছিল।

ক্রমিক নং মোতাবেক উত্তর:

১/১. নাস্তিকগণ ধর্ম, ধর্মীয় রিচুয়াল, ধর্ম গ্রন্থ ইত্যাদি আবর্জনা (?) মনে না; পাপ-পুণ্যের ভয় সংশয় নেই; জবাব দিহিতার বালাই নেই! সেখানে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, মান সন্মান, শ্লীল-অশ্লীল, ভদ্র-অভদ্র ইত্যাদির ভেদ-বিচার ও গুরুত্বের প্রশ্ন অভিনয় বিজ্ঞানেই স্থান পায়। কারণ এগুলি বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থাদি ছাড়া (যার উপরে অশালীণ, কু-ভাব ছাড়া তিল পরিমাণ ভক্তি বিশ্বাস নেই) ইতিহাস- ভূগোল, যুক্তি-দর্শন ও বিজ্ঞান বা নাস্তিকদের বইতে লেখা নেই। সুতরাং কার? কিসের উপর ইমান এনে শালিনতার মাত্রা স্থির করবেন? তার দলিল- প্রমাণ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নাস্তিকদের বোধগম্য করানো উচিত। এ ব্যাপারে আকাশ মালিককেও অনুরোধ করেছিলাম যে কোরানের কতটুকু মনে! কতটুকু মনে না? তার একটি লিষ্ট দিলে আমরা তারই আলোকে আপনাদের লিখবো। তিনি আজও দেননি। সুতরাং গুরু দায়িত্বটি শেষ পর্যন্ত সেচ্ছায়ই গ্রহণ করলেন।

মা-বাবাদের মান সন্মান ছেলে সন্তানদের উপর বড় একটা নির্ভরশীল নয়, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। যতটুকু নির্ভরশীল তা একমাত্র ধর্মগ্রন্থের আলোকেই, যা নাস্তিকগণ অস্বীকার করেন।

নাস্তিকের বাবা মাকে জড়ালে অপরাধ! একই অধিকার-অভিযোগ নাস্তিকের ছেলে-মেয়েদেরও! তদুপরি প্রধানত আমরা যারা নেটে পড়ি-লিখি তারাও স্বয়ং মা-বাবা! আর আমি নিজেই একজন বড় বাবা। সুতরাং যা বলতে চাচ্ছেন তা জড়িত জগা-খিচুড়ী বা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে না তো? মা-বাবাদের নিয়ে এত দুর্বলতা, হা-হুতাস কেন? বিজ্ঞান বা নাস্তিক বইতে তো এ সম্বন্ধে কোন আয়াত লেখা নেই। স্মরণীয় যে, মা-বাবাদের চেয়ে নাস্তিকরা তাদের নবী ও ধর্ম গ্রন্থকে অধিক সন্মান করে থাকেন। চোখের সামনেই দেখুন ছেলে-সন্তান, মা-বাবাসহ আত্মহুতি দিয়ে ঐ সত্যটি প্রমাণ করে যাচ্ছে! [যদিও তা বিতর্কিত]

পক্ষান্তরে মোহাম্মদ (সা) ও তার পরিবার, তার ধর্মের বিরুদ্ধে, দু’তিন বিলিয়ন মোসলমানদের মা-বাপ এমনকি বো’দের বিরুদ্ধে (সাহেবাবও তার মধ্যে) তাদের দাশ-দাশী ভোগের বিরুদ্ধে আজ চৌদ্দশ বৎসর যাবৎ অশ্লীল প্রপাগান্ডায় আপনার ভদ্রতা-শালিনতা বোধে কোন দিন আঘাত করেনি! কিন্তু এইমাত্র করেছে। **যার একটি মাত্র কারণ, তা পরে আসিঃ**

যার যার মান ইজ্জত তার তার কাছে। অন্য সাহায্য সহযোগীতা করতে পারে মাত্র। ঝুঁকি না নিয়ে বরং ঝুঁকিপূর্ণ কথা-বার্তা না বললেই তো আত্মসম্মতি নিরাপদ থাকতো। আর **‘আপনি বাঁচলেই তো বাপের নাম।’** প্রবাদটি জানা থাকলে ‘রিক্স’ এর প্রশ্ন অবান্তর, অভিনিত কান্না।

২/২. আমিও একজন বাপ, শুধু বাপই নয় বড়বাপও। তবুও এই বড় বাপটাকে অশ্লীল দোষে অভিযুক্ত করলেন? বাসার কেন! তার বাপ, ছেলে সন্তানসহ এমনকি কটর মোল্লারাও নাস্তিকদের বাপ-ছেলে নিয়ে সন্দেহ করে না। তার প্রধান কারণ তারা নিজ পারিবারিক আদর্শের অভিজ্ঞতায় বাকি সকল পরিবারকে দর্শন করে; বৈজ্ঞানিক এ্যাক্সপেরিমেন্টের ধার ধারে না। তবে হ্যাঁ! তারা তিল পরিমাণ যেটুকু সন্দেহ করেন তা ‘নাস্তিক’ নামের বদৌলতে কিন্তু টলারেন্ট হয়ে থাকেন, উচ্চ-বাচ্য করেন না, দোষখের ভয়ে। এটা নাস্তিকদের জন্য একটি প্লাস পয়েন্ট। **নিজের সন্মান রক্ষা করলে বাপের সন্মান অলৌকিকভাবেই রক্ষিত হয়!** ৪: ২৩ নং আয়াতটি নিয়ে বিতর্ক করলে মা-বাবার উল্লেখ করতে হয় কি হয় না?? হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়ার শক্তি আছে বলে মনে হয় না। আর এখানে কুকুর-বিড়ালের উপমা বসাবার সুযোগ নেই। সুতরাং মা-বাবার ক্যানভাসের উপাত্তও নেই। তবুও অবৈজ্ঞানিকভাবে অযথা হতাস হয়ে রিক্স নেয়ার মানে হয় না। তবুও নিচ্ছেন! **যার একটি মাত্র কারণ তা পরে আসিঃ**

সদালাপ- মুক্তমনা-সাতরং-ভিন্ন মত-এনওয়াই বাংলায় আনুমানিক ৫০/১০০ এর উর্ধ্বে লেখক, পড়ুয়ার সংখ্যা জানা নেই; তবে ভিন্ন মতের ঘোষণা অনুযায়ী তার সদস্য সংখ্যা ৩ হাজারে পদার্পন করেছে; অন্যদের সংখ্যা তার উর্ধ্বেও হতে পারে। পক্ষান্তরে বাসার মিয়া মাত্র ৩ জন লেখক-পাঠকের (যারা দীর্ঘ ২ বৎসর যাবৎ একজন নবীর ব্যক্তিত্ব ও পরিবার নিয়ে অসুচাঁ, অশ্লীল,কুরুচীপূর্ণ রচনায় লিপ্ত) কাছে ঐ একই বা অনুরূপ প্রশ্ন করেছে। তাও তাদেও প্রতিবেদনের উত্তরে। সুতরাং সাহেবার মন্তব্য দুঃসাহসিক মিথ্যা-অপবাদ কি না? অশ্লীল শব্দের চেয়ে বরং মিথ্যা অধিকতর জঘন্য ও কুরুচীপূর্ণ!

প্রশ্নটি কেন করা হয়েছিল তা সাহেবার অবশ্যই স্বরণ থাকার কথা! তাছাড়া ১ম ব্যক্তি সমাধান দিলে ২য় ও ৩য় ব্যক্তি জড়িয়ে পড়তো না; বরং তারা সমাধানের চেষ্টা না করেই স্বতঃফূর্ত জড়িয়ে পড়েছেন! আর সাহেবা ৪র্থ ব্যক্তি হয়েও সমাধান না দিয়েই অনুরূপ জড়িয়ে পড়েছেন। যার একটি মাত্র কারণ, তা পরে আসছিঃ

৩/৩. কোরানের কথা, পীর-মুরশিদের কথা, মুরবিবদের কথা, দর্শণবাদ, অলৌকিকবাদ, আশা-ভরসা, ভাববাদ ইত্যাদি আন্তিকগণ কম-বেশি বিশ্বাস করে বলেই অন্যের মা-বাপ নিয়ে, মাথা ঘামায় না বা সন্দেহ করে না। কিন্তু যাদেরকে ঐ সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল তারাও যদি অনুরূপ বা সাহেবার মত বিশ্বাস করতেন তবে কিন্তু ঘুনাক্ষরেও মা-বাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতো না। বিষয়টি স্ব-জ্ঞানে স্বীকার করছেন তো? পক্ষান্তরে নাস্তিকগণ বা যারা এমন কি ‘লালনের দর্শন’ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া মানতে রাজি নন! তাদের বেলা ঐ কমন প্রশ্নটি করা ধর্মসজ্জাত বা যুক্তিসজ্জাত অথবা বিজ্ঞানসজ্জাত কি না? যে কোন একটি সজ্জাত স্বীকৃত হলে সাহেবার বার বার ‘অশ্লীল’ বাক্যটি ব্যবহার উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও কুরুচীপূর্ণ কি না? তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন? দেখিনি; যার একটি মাত্র কারণ, তা পরে আসছিঃ

৪/৪. এখানেই প্রমান করলেন সাহেবার অত্যাধুনিক রুচিশীলতার খোলস; তৎসঙ্গে ডাহা মিথ্যারোপ। এমন কি হীণতর উদ্দেশ্যে নিজের-আমার মা’সহ সকল মা’দেরকে জড়িয়ে ফেলেছেন। লেখাটি আবার পড়ুন! ‘মা মানেই অসতী’ উদ্ধৃত রুচিশীল (?) বাক্যটি উল্লেখিত বাক্যটি থেকে উদ্ধার করার এমন কোন যন্ত্রপাতি বা মন্ত্র আছে?? ইন্টার নেটের সকল পড়ুয়াগণকে ‘কুকুরে কামড় মানুষের শোভা পায়’ শ্রেণীতে ফেলার দুঃসাহস কোথায় পেলেন? বাবার পাওয়ারফুল চশমা ব্যবহারে বাপকে বাপ, মাকে মা দেখা যায় না; সানগ্রাস পড়লে সূর্যকে সূর্যের মত দেখা যায় না! এ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস-ভরসাটুকু আপনার নেই। সাহেবার অধিকাংশ লেখাই ‘কুকুরে কামড় মানুষের শোভা পায়?’ জাতীয় শ্রোতা-পড়ুয়াদের জন্য প্রমান পেয়েই কখনও তার লেখার সমালোচনা করার প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু মা-বাবার দোহাইর কারণে আজ বাধ্য করলেন!

৫/৫. ‘উলজা সাধু!’ প্রতিবেদনটিতে তিনি অবশ্যই খুশী হয়েই সমর্থন করছেন। ভিন্ন মতের পূর্ণ চিত্র দর্শণে মামীর আধুনিক রুচিবোধে আঘাত করেনি! ‘উলজা’ ‘অশ্লীল’ এবং সমগোত্রীয় শব্দগুলির তফসির হয়তো তিনি জানেন না। উহা যে নারী বা পুরুষের মাথার চুল থেকে পাষের নখ পর্যন্ত কর্মাদি প্রকাশ করে ফেলে সে ধারণা থাকলে বাসারের ব্যবহৃত ‘মা-বাবাদের কাছে কেন যাবেন না!’ বাক্যটির মধ্যে অশ্লীল শব্দ আবিষ্কার করতে পারতেন না। বাক্যটি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, রুচীশীল অথচ মূল দর্শনটি স্ব স্ব ক্ষমতার অধীণ! কোরানেও এমনভাবেই ঐ বিষয় অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং নাস্তিকগণ ৪: নিছার-২৩ নং আয়াতটি অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ অশালীণ ভাষা-বাক্য সাব্যস্ত করেই কি মানছেন না???? জবাব নেই! তবুও লিখছেন! যার একটি মাত্র কারণ তা পরে আসছিঃ

৬/৬. উত্তম প্রশ্ন বটে! তবে প্রশ্নটির অন্তঃসার সার শূন্য! প্রমান হয় যে, যারাই কোরান পড়ে তারাই নোংরা ভাষা ব্যবহার করে। অর্থাৎ কাফেরগণ কখনও নোংরা কর্ম-ভাষা ব্যবহার করে না! [ধারণাটির পক্ষে ৭ নং ধারাটিও সাক্ষী দেয় ।] আবার বোঝা যায় সকল কাফেররাই নোংরা ভাষা ব্যবহার করে বলেই কোরান পড়ুয়া ও কাফেরদের সঙ্গে পার্থক্য করতে পারছেন না! সুতরাং দেখুন:

ক. উভয়ের পার্থক্য কোরানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশদ বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বাস্তবিকই প্রশ্নটির সমাধান চাইলে কারো স্বরণাপন্ন না হয়ে বরং কোরান পড়ে দেখতে পারেন। তবে ভরসা কম; কারণ ‘পানি’ লিখে বার বার উচ্চারণ করবেন ‘হানি।’ আর আমার সাহায্য মাত্র সামান্য, তা’ও ব্যক্তিগত নয়:

- আস্তিকগণ সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে জড়ায় না, মিথ্যাকে সত্য বলে না (শরিয়তের কথা ভিনু)। পক্ষান্তরে নাস্তিকগণ বিপরীত; যেহেতু পাপ-পুণ্যের ভয় নেই; সে হেতু তাদের কোন ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা নেই, জবাবদিহি বা দায় দায়িত্ব নেই! বাঁধন হারা! স্ব স্বার্থের সঙ্গে কোন কিছুই আপোষ করে না।
- আস্তিকগণ কুরুচি, অশ্লীল কর্মাদি কঠিনভাবেই ঘৃণা করে কিন্তু প্রয়োজনবোধে ভাষায় তরল ব্যবহার করে কিন্তু তার চেয়েও অত্যাধিক কঠিন ঘৃণা করে মিথ্যাকে। পক্ষান্তরে নাস্তিকগণ কর্ম সম্পাদন, আট-কলা ভিত্তিক যা ইচ্ছা তাইই করা অশ্লীল বা রুচিহীন মনে করে না, কিন্তু বলা-কওয়া ও লেখায় অশ্লীল ও কুরুচী মনে করে!
- আস্তিকগণ কোরানে বর্ণিত সবকিছু মানে বা স্বীকার-সমর্থন করে। নাস্তিকগণ কোরানের একটি বাণী-বাক্যও স্বীকার, সমর্থন করে না! মানে না; কিন্তু অনেক অনেক কিছু ব্যক্তি-সমাজ জীবনে বাধ্য হয়ে মানে ! মেনেও অস্বীকার করে।
- একদল আংশিক মোনাফেক অন্যদল শতভাগ মোনাফেক।

৭/৭. ধারণাটি বিপরীত। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার গুরুত্ব, পাপ-পুণ্য ধর্মগ্রন্থ ছাড়া নাস্তিকদের কোন গ্রন্থে লেখা নেই! থাকলেও টুকলিফাইড। সংবিধান বা গঠনতন্ত্র বিহীন নাস্তিকগণ বাধনহীন উন্মুক্ত, উদার। সে কারো অধীনতা স্বীকার করে না। জবাবদিহিতারও ধার ধারে না। তার প্রধান পরীক্ষিত সূত্র ধারণ: জোর যার মুল্লুক তার; হারুত-মারুত বা ইয়াজুজ-মাজুজ।

নাস্তিকগণ প্রধানত পরীক্ষিত স্বার্থবাদী ও সুবিধাবাদী। তিনি কি দেখছেন না? যে মোসলমান (মুসলিম নয়) বিশ্বের প্রায় এক অর্ধাংশ তবলিগী; কাদিয়ানী, বাহাই, ইসমাইলী; অতঃপর জনসংখ্যায় শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ অতঃপর শিখদের মত টলারেন্টের জলন্ত স্বাক্ষর দুনিয়ায় আর আছে বলে প্রমাণ নেই। নাস্তিকগণ যদিও সহনশীল হন বলে এখনও আংশিক স্বীকার সমর্থন করেন ! তবে তার প্রধান কারণ নাস্তি ক্যবাদ নয় বরং স্ব-অস্তিত্বের প্রশ্নে। যেমন কাদিয়ানীগণ।

আলী সিনা ধর্ম হত্যা কল্পে বুদ্ধ হয়ে আছেন। তাদের প্রধান মুখ পাত্রগণ! যার একজন বিশ্ব অবক্ষয়-অরাজগতার ডাক দিয়েছেন। একটি দেশ ছাড়া যেহেতু সেটা তার রাজধানী! এখানে বোমা ফেলতে হলে জাতিসংঘের অনুমোদন লাগবে!! বাকি যে কোন দেশ যে কোন দেশের অভ্যন্তরে টেররিস্টের উছিলায় বোমা ফেলার ঘোষণা দিয়েছেন! অর্থাৎ ৭ম শতাব্দির সেই ৩৬০টি গোত্রের ৩৫৯টির মধ্যে আবার হারুত-মারুতের ইতিহাস রচনা করতে বন্ধপরিবর! অতঃপর যিনি একটি প্রতিবেদনে অহেতুক ফ্যাংনা সৃষ্টির লক্ষে অসংখ্যবার কতগুলি অস্পৃশ্য শব্দ ব্যবহার করে নিজেকে টলারেন্ট প্রমাণ করতে চাচ্ছেন?

৮/৮. আমারও ঐ কথা: আশা করবো এর পর থেকে সবাই যার যার যুক্তি তর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে একটু ভাষার শালীনতা ব্যবহার করবেন। ঐ শালীনতাটুকু ধর্মগ্রন্থেই খুঁজে পাবেন! বিজ্ঞান বা জার্নল বিজ্ঞানে নয়। ‘রাগ’ ও ঘৃণা বিশেষণদ্বয় অসুচি। কারণ যুক্তি তর্কে ‘রাগ’ ও ‘ঘৃণা’র প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেউ কাউকে ঘৃণা করে না, রাগ করার অধিকার নেই। বিতর্কে প্রয়োজন হয় রিসার্স, যুক্তি, দলিল প্রমাণ। যুক্তি-তর্কে হেরে গিয়ে কেহ যদি অভিমান করে বা আত্ম হনন করে তাতে কারো কিছু যায় আসে না। শব্দ দু’টি সাহেবার উস্কানিমূলক নতুন সংযোগ, তবে উচিৎ হয়নি। কারণ: কার ঘাড় কে দাড়িয়ে আছে???

৯/৯. মানুষের সাথে কুকুরের মেছাল আধুনিক যুগে এবং তা ওয়েবসাইটে কতখানি রুচিশীলতার স্বাক্ষর বহন করে? ভেবে কি লজ্জিত হবেন! না দো-পাল্টাক্রমণ করবেন। প্রতিবেদনের শিরোনামে ‘তুমি অধম--’ না লিখে বরং ‘আমি অধম--’ লিখলে ঠিক ঠিকই পাঠকতগণ অবশ্যই সাহেবাকে অধম সাব্যস্ত করতে না বরং বাসারকেই আবিষ্কার করতে পারতেন। ফলে কলা বেচার সঙ্গে রথ দেখানো হয়ে যেতো।

এই সেই একটি মাত্র কারণ!

ভূমিকা:

[৪: নিছা-২০] তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনী, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সহিত সংগত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাদের সহিত সংগত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। এবং তোমাদের জন্য হারাম তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নিকে একত্র করা; পূর্বে যা হয়েছে হযেছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

আয়াতটিতে বাবা-মা, ভাই-বোনসহ চৌদ্দ পুরুষ জড় পাকানো আছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য ঐ অস্পৃশ্য অশ্লীল জটা-জড় স্থায়ীভাবে পৃথক করা। আয়াতে পরিস্কার প্রমানিত যে, মোহাম্মদ (সা) পূর্ব প্যাগগণ উল্লেখিত সকল নারীদের অবাধ ও যাচ্ছেতাই ব্যবহার করত। মা-বাপ, পুত্র-কন্যার কোনই ভেদাভেদ ছিল না এবং পাপ ও মনে করতো না। হযরত মোহাম্মদ (সা) এসে উল্লেখিত সকল নারীদের পৃথক করেন এবং হারাম ঘোষণা করেন।

নাস্তিক কোরানকে অবজ্ঞা, ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। কোরান মানবতা বিরোধী, যৌগ বিকারী, সম্ভ্রাসীর জনদাতা, সাম্প্রদায়িক, শান্তি বাদী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে খুণ, যথম করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। মোহাম্মদ (সা) একজন উন্মাদ, যৌগ বিকৃত শিশু বলৎকারী, দাশী বলৎকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব তারা কোরান মানেন না, মানবেনই না। তাই আয়াতটি বুক ফুলিয়ে অস্বীকার করছেন! শেষ পর্যন্ত জাহেদ সাহেবও বলেছেন যে, কোরান আবর্জনা।

১. ইত্যাদি ইত্যাদির পরিপেক্ষিতে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, মোহাম্মদকে (সা) ও কোরান যখন মানেন না! তখন উল্লেখিত নারীদের কাছে [মা-বোনদের] আপনারা কিসের যুক্তিতে যাচ্ছেন না? যাবেন না? কোরানে হারাম করেছে বলে নাস্তি তাদের কি আসে-যায়? তাদের কাছে তো আর হারাম নয় বরং পূর্ববৎ হালাল!! ভেবে দেখুন আমার প্রশ্নটি কি অবাস্তব? না কুরুচীপূর্ণ? না অশ্লীল? না অকাট্য যুক্তিসঙ্গত! এখানে মা-বাপ উল্লেখ না করে গরু-ছাগলের নাম উল্লেখ করার কোনই ফাঁকি-ফোকড় আছে কি?????

প্রশ্নের উত্তরটি দেননি। উত্তর না দিয়েই অন্যের পক্ষ হয়ে আকাশ মালিক ‘উলজা সাধু’ খেতাবে বাসারকে অভিযুক্ত করেন। যা সাহেবা রুচিশীল কাণ্ড-জ্ঞান করে কায়মন বাক্যে সমর্থন পূর্বক দলিল হিসাবে পুনঃ উত্থাপন করলেন! ধন্য মামীর আধুনিক রুচীবোধকে!

২. দ্বিতীয়তঃ ডঃ পাল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ল্যাবরেটরী টেস্ট ছাড়া কিছুই স্বীকার, সমর্থন বা গ্রহণ-বর্জন করেন না! করবেন না। লালনের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ করেননি! ইদানিং তিনি অদৃশ্যের চাপে ‘মানবতাবাদ’ও প্রত্যাক্ষাণ করে গবেষণাবাদের উপরই ধীল-স্বীর সমাসীণ হয়েছেন। দীর্ঘ দু’বৎসর যাবৎ নাস্তিক্যবাদের পক্ষে ধর্মের বিরুদ্ধে অনবরত লিখেই চলছেন। এজন্য তাকে বিতর্কিত প্রশ্নটি করা যুক্তিসঙ্গত কি না? বিষয়টি ছিল পাল বাবুর ভাব-ভরসা বিহীন ধর্ম বিরোধ ও কথিত বিজ্ঞান ও গবেষণা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ধর্ম বিশ্বাসের আন্তর্জাতিক অব্যর্থ চ্যালেঞ্জ। সেখানে কুরুচীপূর্ণ অশ্লীল কোন ভাষা বাক্য ছিল না নেই।

সাহেবার দুর্বলতা-হতাশা মতে বাবার নাম না নিয়ে বরং বাবুর ছেলের নাম নিলে তারা কি উত্তরটি দিতে প্রস্তুত??? এমনকি প্রতিবেদনটি পোস্ট করেননি পর্যন্ত! যদিও তিনি জানেন যে, গোপন রাখার প্রচেষ্টা বিজ্ঞান বহির্ভূত এবং আশা-ভরসা বা ভাববাদ প্রযুক্তি! স্ব-বিরুদ্ধ এবং তার ক্ষমতার উর্ধ্বে। পোস্ট করলে অন্তত একটি দিকে তার টলারেন্টের প্রমান পাওয়া যেত। বলাবাহুল্য ‘তুমি অধম-’ প্রতিবেদনেও প্রশ্ন দু’টির সমাধান না দিয়েই আকাশ মালিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কি জন্য সাহেবা গায়ে পড়ে মা-বাপের দোহাই দিয়ে ডুবন্ত পচা লাসকে তুলতে গিয়ে নিজকে ডুবিয়ে দেয়ার রিস্ক নিলেন!!

মূলত: আস্তিক-নাস্তিক, ঘরে-বাইরে, দেশ-বিদেশ, অফিস-আদালত দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের এবং ১৪শ বৎসর আগের মুখ্য মোহাম্মদের প্রকাশিত কোরান বেশি-কম ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেনে চলছেন এবং নাস্তিকদের বর্ণিত ও নিউ ফাইন্ডিংস এর অধিকাংশ বিধি বিধান কোরানের সাথে কম-বেশি মিলে যাচ্ছে! অতএব তারা পদে পদে, হাতে-নাতে ধরা পড়ছেন। এতে নাস্তিকদের অস্তিত্বের প্রশ্নে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু ছেড়ে অস্তিত্বের তাগিদে ফালতু বিষয় নিয়ে পাঠকদের বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

সাহেবার এ রিক্স নেয়াটা বুদ্ধিমতীর পরিচয় হয়নি বলেই ধারণা হয়। কারণ দেখতেই পাচ্ছেন যে শিশু কিশোরদের ঐ প্রবাদটি সহ বাসারের উপর অর্পিত অপবাদ নিজের উপরেই টর্গেডোর মত ধেয়ে আসছে। সুতরাং মুরব্বিয়ানার বয়স এখনও হয়নি মামী! হাত এখনও কাঁচা! সময় আছে এত ইন্টেলারেন্ট হইয়েন না। কথায়ই তো আছে যে সাধারণত: ‘মায়েরা সামনে-পিছে দু’হাত পরে কিছু দেখে না।’

মন্তব্যটি যদি তারা অবান্তর মনে করেন এবং বিতর্কিত প্রশ্ন দু’টি এখনও অশ্লীল মনে করেন তবে ঐ দু’টি প্রশ্ন সংশোধনের খত দিলাম: যেখানে মালিক/মির্জা বা পালের নাম আছে তা অবিলম্বে ডিলিট করে বাসারের ছেলের নাম ‘শফিকুল বাসার’ বা বাসারের নিজের নাম অথবা বাসারের বাবা বসিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল। এবং শেষ ব্যারের মত আবারও প্রশ্নটি উত্থাপন করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হলো! ক্ষমতা থাকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আর এজন্য বিশ্বের সকল নাস্তিকদের সাহায্য নিন।

অন্যথায় স্বীকার করুন: নাস্তিক হয়েও কোরানের বহু কিছু মানেন; সামান্য কিছু মানেন না। আর সবকিছুই অস্বীকার করেন!

বিঃ দ্রঃ ছুটে যাওয়া অভিযোগগুলির সমাধান ‘জনাব জাহেদ সাহেবের সৌজন্যে’ প্রতিবেদনে খোজ নিতে পারেন।

বিনীত